গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০১.০০০০.১০৭.১৯.০০৩.২০১৭-২৮৫

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৪।
২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

বিষয় : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের কপি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : (১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ৩৮.০০২.০১২.০০০০.০০১.২০১৪(অংশ)-১৬৩
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩৪১ নং স্মারক।
(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩৪২ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ ২ এবং ৩ এ প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের ২টি অতিরিক্ত সংখ্যার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ৩ পাতা

২৬/২/১৮
মো: আতাউর রহমান
সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)
ফোন-৫৫০৭৪৯১৭

বিতরণ:

১। পরিচালক (সকল)/ সিস্টেম ম্যানেজার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ (তাঁর আওতাধীন সকল দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচিটি পৃষ্ঠাংকন করার অনুরোধসহ)।
৩। কর্মকর্তা (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৫। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল),...। (তাঁর আওতাধীন সকল দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানে বিতরণের অনুরোধসহ)।
৬। সুপার, পিটিআই (সকল),...। (তাঁর আওতাধীন সকল দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানে গেজেট ২টি বিতরণের অনুরোধসহ)।
৭। উপজেলা/থানা শিক্ষা শিক্ষা অফিসার.......................জেলা..................(সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেজেট ২টি বিতরণের অনুরোধসহ)।
৮। উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার..জেলা...।

অনুলিপি:সদয় অবগতির জন্য-
১। মহাপরিচালক মহোদয় এর ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় এর ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয় এর ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০০২.০১২.০০০০.০০১.২০১৪(অংশ)- **১৬৩**

তারিখ ঃ ২৬ মাঘ ১৪২৪ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিষয়ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের কপি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩৪১, তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি:
(২) ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩৪২, তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের ২টি সূত্রস্থ অতিরিক্ত সংখ্যার অনুলিপি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রশিক্ষণ ও মহাপরিচালকের দপ্তর
তারিখ:
- পরিচালক (প্রশাসন)
- পরিচালক (অর্থ ও সংগ্রহ)
- পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন)
- পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
- পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
- পরিচালক (প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেশন)
- পরিচালক (সেকেন্ড চান্স এডুকেশন)
- সিস্টেম ম্যানেজার
- প্রকল্প পরিচালক
- সিস্টেম এনালিস্ট
- উপপরিচালক
- সহকারী পরিচালক

অতিরিক্ত মহাপরিচালক

সংযুক্ত: ২ (দুই) পাতা।

(গোপাল চন্দ্র দাস)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫১৪০৯১

বিতরণ:

১। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। মহপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডমী (নেপ), ময়মনসিংহ।

অনুলিপি ঃ

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

রেজি. নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২৯, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩৪১—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স' কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণায় বিশ্বের সৎ রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানগণের তালিকা প্রকাশ করা হয়। গবেষণালব্ধ তালিকায় ১৭৩জন রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৃতীয় স্থানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

২। অপরদিকে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের অপর এক গবেষণায় বিশ্বসেরা পাঁচজন কর্মঠ এবং পরিশ্রমী রাষ্ট্র ও সরকার-প্রধানের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

৩। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স' কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণায় বিশ্বের সৎ রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানগণের তালিকায় তৃতীয় এবং কর্মঠ ও পরিশ্রমী রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানগণের তালিকায় চতুর্থ স্থান অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪/২৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ ৪.০০ টাকা

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ / ২৭ নভেম্বর ২০১৭

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স' কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণায় বিশ্বের সৎ রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানগণের তালিকা প্রকাশ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে সৎ রাষ্ট্রনায়ক অন্বেষণের প্রয়াসে প্রতিষ্ঠানটি ১৭৩টি দেশের রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানের ওপর পাঁচটি নির্ণায়কের ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা করে। নির্ণায়কগুলো হচ্ছে — (১) রাষ্ট্র কিংবা সরকার-প্রধান হওয়ার পর বিদেশে কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে কি না, (২) ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ, (৩) পুঞ্জিভূত গোপন সম্পদ, (৪) সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ এবং (৫) সততার বিষয়ে গণ-উপলব্ধি। গবেষণালব্ধ তালিকায় ১৭৩জন রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৃতীয় স্থানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এই তালিকার শীর্ষ পাঁচজন হলেন – প্রথম, জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মারকেল; দ্বিতীয়, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং; তৃতীয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; চতুর্থ, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী এরনা সোলবার্গ; এবং পঞ্চম, ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি। গবেষণায় প্রকাশিত হয় যে শেখ হাসিনার বাংলাদেশের বাইরে কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই; বেতন ছাড়া তাঁর সম্পদের স্থিতিতে কোনও সংযুক্তি নেই; তাঁর কোনও গোপন সম্পদ নেই; এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তাঁকে সৎ এবং ব্যক্তিগত লোভ-লালসার উর্ধ্বস্থিত একজন রাষ্ট্রনায়ক মনে করেন।

অপরদিকে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের অপর এক গবেষণায় বিশ্বসেরা পাঁচজন কর্মঠ এবং পরিশ্রমী রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ স্থান পেয়েছেন। রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানগণ যাঁরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশে দৃশ্যমান উন্নতি করেছেন, ১০টি নির্ণায়কের ভিত্তিতে তাঁদের কর্মপর্যালোচনায় এই মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই তালিকা অনুসারে বিশ্বের সর্বাধিক পরিশ্রমী রাষ্ট্রপ্রধান হলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং; দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি; তৃতীয় হলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান; চতুর্থ অবস্থানে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গবেষণার সমীক্ষায় নির্ণায়কের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক দু'দিন ছুটিতেও ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা করে কাজ করেন। তিনি দিনে গড়ে ২৫ থেকে ৩০টি সিদ্ধান্ত নেন।

বিশ্বের সৎ রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানগণের তালিকায় শীর্ষ পাঁচজনের মধ্যে তৃতীয় স্থানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তি স্বীয় ভাবমূর্তিসহ তাঁর দুর্নীতিবিরোধী কঠোর অবস্থানকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের উর্ধ্বগামী অবস্থান এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বপরিমন্ডলে বাংলাদেশের সমুন্নত ভাবমূর্তির উদ্ভাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস ও কর্মঠ জীবনাচরণ, জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে তাঁর আত্মনিয়োজন, নির্মোহ ত্যাগ ও তিতিক্ষা, গভীর দেশপ্রেম এবং রাষ্ট্রকে উন্নত বিশ্বের মর্যাদায় সমাসীন করার দৃঢ় প্রত্যয় প্রতিভাত করে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স' কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণায় বিশ্বের সৎ রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানগণের তালিকায় তৃতীয় এবং কর্মঠ ও পরিশ্রমী রাষ্ট্র- ও সরকার-প্রধানগণের তালিকায় চতুর্থ স্থান অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার জন্য মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২৯, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩৪২—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা প্যাচওয়ার্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'লেবার নিউকামার এমপি অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে হাউজ অব কমন্স-এর স্পিকারের কাছ থেকে তিনি এই সম্মানসূচক পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২। এ প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪/২৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ ৪.০০ টাকা

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ / ২৭ নভেম্বর ২০১৭

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা প্যাচওয়ার্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'লেবার নিউকামার এমপি অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে হাউজ অব কমন্স-এর স্পিকারের কাছ থেকে তিনি এই সম্মানসূচক পুরস্কার গ্রহণ করেন।

যুক্তরাজ্যের অনগ্রসর, বঞ্চিত ও নিম্ন-প্রতিনিধিত্বশীল জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিতে শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে প্যাচওয়ার্ক ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর রাজনীতিকদের উক্ত কর্মপরিধিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য পুরস্কৃত করে থাকে।

মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক ১৯৮২ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডনের কিংস কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এবং রাজনীতি, নীতি ও সরকার বিষয়ে দুইটি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১৫ সালে এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর মিজ্ টিউলিপ লেবার পার্টি নেতা জেরেমি করবিনের ছায়া মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত হন। পরে তিনি পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট বিলের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণপূর্বক লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি গত ৮ জুন ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন নির্বাচনী এলাকায় লেবার পার্টি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে দ্বিতীয়বারের মতো বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর দৌহিত্রীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং বিদেশে রাজনৈতিক অবস্থান সুসংহত করার ধারাবাহিকতায় 'লেবার নিউকামার এমপি অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হওয়া মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, সমাজের মূলধারায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগ, রাজনৈতিক মহলে ও সমাজের সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্যতা এবং সাধারণ্যে জনপ্রিয়তা প্রতিভাত করে।

এ প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মন্ত্রিসভা মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd